বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ডারউইন

স্মরণীকা

প্রথম ৩ মাস

Online Version Hosted by : bangla-sydney.com

এসোসিয়েশনের সংবিধানের মূল কথাঃ

- বাংলা ভাষার শিক্ষা দেয়া;
- বাংলাদেশী সংস্কৃতির বিকাসের প্রয়াস;
- বাংলাদেশের দিবস সমূহ পালন;
- বাংলাদেশীদের সাথে অন্যদের সৌহার্দ বৃদ্ধি;
- স্থানীয় বাংলাদেশীদের জীবনের মান উন্নয়নে সহায়তা;
- স্থানীয় বাংলাদেশীদের মাঝে একতা বৃদ্ধি;
- রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায়ে রাখা;
- সকল ধর্মের অনুসারীদের সমান অধিকার;
- মদ ও মাদক দ্রব্য মুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা।

বাংলাদেশের পতাকা

সম্পাদনাঃ

জাবেদ আহমদ খান

সচিত্র প্রতিবেদন

বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের গঠনঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী স্যান্ডারসান হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় ডারউইনবাসী বাংলাদেশী কম্যুনিটির সাধারণ সভা এবং এতে এসোসিয়েশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরই সাথে এ সোসিয়েশনের খসড়া সংবীধানটিতে কয়েকটি সংশোধন আনা হয় এবং এটি চুড়ান্ত সংবীধান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এসোসিয়েশন গঠন করার উদ্দেশ্যে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট তিন মাসের অন্তঃবর্ত্তী কমিটিও গঠন করা হল এবং এতে সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হলেন মোজাফফর হোসেন সরকার (প্রেসিডেন্ট), নাজমা রহমান (ভাইস-প্রেসিডেন্ট), মোঃ হাসানূল করিম (সেক্রেটারী), মহিবুর রহমান (ট্রেজারার) এবং জহিরুল আলম (পাবলিক অফিসার)।

এই কমিটির উপর ন্যস্ত হল এসোসিয়েশনটি রেজিস্ট্রেশন করা সহ এর প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক কাজকর্ম সম্পাদন করা এবং একটি পুর্নাঙ্গ কমিটির হাতে দায়ীত্বভার হস্তান্তর করা। আজকে ঐ সকল কাজের দায়ীত্ব সম্পন্ন হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৫৬ জন এই এসোসিয়েশনের সদস্যপদ গ্রহন করেছেন।

মোজাফফর সরকার

নাজমা রহমান

হাসানূল করিম

মুহিবুর রহমান

জহিরুল আলম

বিশেষ কর্মকান্ডঃ এই তিন মাসের স্বল্প পরিসরে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন চারটি গুরুত্বপুর্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রথমে পালীত হল মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী। ডারউইনে এই প্রথম বার এই দিবসটি পালিত হল।

(২ নং পৃঃ দ্রঃ)

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় – নাসরিন গনি

ডারউইনে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ এসোসিয়েশন সংগঠিত হল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তা খুব জনপ্রিয় হল ডারউইনবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে। বাংলাদেশীরা চিরকালই সংস্কৃতিবান - সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প আমাদের জীবনধারা। ডারউইনের স্বল্প সংখ্যক বাঙ্গালী তা প্রমান করল খুব অল্প সময়ের মধ্যে।

প্রথমে উদযাপিত হল একুশে ফেব্রুয়ারী। খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটি ছোট্ট - নিখুত অনুষ্ঠানের প্রতিস্থাপ-নার জন্য কর্তৃপক্ষ বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখেন। মহান একুশে আমাদের জাতীয় জীবনে অতি গুরুত্ব পুর্ন দিন। ভাষা আন্দলনের এই দিনে সূচনা হয়ে-ছিল একটি স্বাধীন দেশের। আমরা গর্ব করে বলতে পারি আমরা পৃথিবীতে একমাত্র জাতি যাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

দিনগুলি মোর ...

এর পরে উদযাপিত হয় ২৬শে মার্চ - আমাদের স্বাধীনতা দিবস। যদিও এই অনুষ্ঠানটিতে আমি অনুপস্থিত ছিলাম, আমি অনুষ্ঠানটির অনেক প্রশংসা শুনেছি।

পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানটি ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সারাদিনের কর্মকান্ড খুব চমৎকার ভাবে তৈরী করার জন্য কর্তৃপক্ষ বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখেন। অনুষ্ঠান মালায়ছিল সঙ্গীতানুষ্ঠান, শিশুদের খেলাধুলা, ছবি আঁকার প্রতিযোগীতা, ইত্যাদি। সমবয়োসীদের জন্য উপভোগ করার বিভিন্ন বিষয় বস্তু ছিল অনুষ্ঠানমালায়। আর দুপুরের আহারপর্ব - তার তুলনা নেই। দিনটি ছিল একটি নির্ভেজাল আনন্দের দিন।

স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন এতোগুলি অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখেন। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে একটি অনুষ্ঠানকে সফল করতে হলে অনেকের অনেকরকম সহযোগীতার প্রয়োজন। নেপথ্যে যারা কাজ করে যান তাঁদের অবদান যেন আমরা সবসময় স্মরণ করি। আমরা যেন সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে পারি। দেশের বাইরে এই সুদূর বিদেশে আমরা সকলে খুব কর্মব্যস্ত জীবন যাপন করি। তারমধ্যে এই ধরনের একটি সংগঠন চালাতে অনেক commitment এর প্রয়োজন। আর সেখানে আসে সহযোগীতার প্রসঙ্গ। ভবিষ্যতে যেন আমরা এমনি সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে পারি। আমি মনে প্রাণে বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সফলতা কামনা করছি।

...সচিত্র প্রতিবেদন

এই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন আমীন সাহেব। তিনি তাঁর বক্তব্যে মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং প্রবাসে অবস্থানরত বাংলাদেশীরা কিভাবে নিজ ভাষার চর্চা বহাল রাখতে পারে, সেই দিকগুলো তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানের আর এক গুরুত্বপুর্ন দিক ছিল সদরুদ্দীন চৌধুরী সাহেবের তৈরী ইতিহাস ভিত্তিক ২১এর নেপথ্যের ঘটনা যা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপনা করে মুহিবুর রহমান ও ফারহানা ইসলাম (রুমা)।
অনুষ্ঠানটিতে শহিদদের জন্য দোয়া ও পরে তাদের স্মরণে এক মিনিট নীর-বতা পালন করা হয়। এই নীরবতার অবসান ঘটানো হয়
'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো' ২১শের এই গান দিয়ে।

(৪নং পৃঃ দ্রঃ)

কবিতা

আজন্ম পরাজয়

মহিবুর রহমান

একটি শুকনো পাতা, আজ
মলিণ অথচ নীর্জিব নয়।

হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো সব একমুঠোয় নিয়ে,
হারানো দিনের সুর খুজে বেড়ায় জীর্ন তানপুরাতে।
কখনো সবুজ শৈশবের নিরপরাধ চাহনি - নিষ্পাপ
কখনো বা কৈশরের দুরন্ত খেয়ালী ভুলোমন - বাধাহীন
কখনো যৌবনের মাতাল হাওয়ায় ভাসা হারানো ভুলের পাল,
আর মাশুল গোনা এক এক করে, যত ভ্রান্তির।
মিলছে না হিসাবটা তবুও, কোথায় যেন মস্ত গড়মিল
তালগোল পাকিয়ে - হাসছে অনবরত
কষ্টের ক্ষতগুলো, আজো কাঁচা, ঝরছে রক্ত ফোটায় ফোটায়।
মুছে দিতে চায় যতটুকু ছিলো সুখ, স্বপ্ন, প্রত্যাশা।
সময়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে, একটু একটু করে এগোয়
চাওয়া পাওয়ার ব্যবধান।
বাড়ে দুরত্ব - পথের, অচেনা বহুদূর
এর শেষ কোথায় জানে না কেউই
কোন এক কাকডাকা ভোরে,
আচানক মুছে যায় যদি কপালের সিদূর
লাল টকটকে
বন্ধু, ক্ষমা করে দিও এই আজন্ম পরাজয়কে
আর, ছায়াটাকে ঢেকে দিও ঘন বকসাদা,
কুয়াশার চাদরে।

এসোসিয়েশন কখন ভালো লাগে?

- জাবেদ আহমদ খান

আমরা আমাদের বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ডারউইনের প্রথম তিন মাস দেখেছি। অন্য যে কোন সংগঠনের সময়কালের মত আমাদের জন্য ছিল এই তিন মাস একটি মিশ্র অভিজ্ঞতা।

সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা উচিত এই প্রস্তাবনাটি যে প্রথম কে রেখেছিলেন সেটা আমার সঠিকভাবে জানা নেই, তবে এসোসিয়েশনটি গঠিত হলে ভাল মন্দ কি ঘটতে পারে সে বিষয়ে অনেক কথা e-mail এ পড়েছিলাম। যারা এই গঠনের পক্ষে বলেছিলেন এবং যারা এর বিপরীতে মত প্রকাশ করেছিলেন তারা সকলেই একটা বিষয়ে ভেবে-ছিলেন, তা হল, ডারউইনে বসবাসকারি বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে বর্তমানে যে সুন্দর পরিবেশ বিরাজমান এটিকে কিভাবে বজায়ে রাখা যায় এবং এই কম্যুনিটির সদস্যদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য বিষয়ক প্রয়োজন সমূহ কিভাবে মিটানো যেতে পারে।

এসোসিয়েশন এখন গঠিত হয়েছে এবং এর গঠন বিষয়ক প্রায় সকল কাজকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। এর জন্য তিন মাসের অন্তরবর্তী কমিটি সকল প্রশংসার দাবিদার। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়েছে একটি বৈশিষ্ট্যমূলক আঙ্গিকে। অনেক এসোসিয়েশনে দেখা যায় যে কমিটির প্রধান এবং অন্যান্য কর্ম-কর্তারা তাদের নেতৃত্বে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনেক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকেন এবং এসোসিয়েশনের সদস্যরা তাতে অংশগ্রহন করেন। এই top down approach এর দ্বারা একটি উদ্যোগি নেতৃত্বের মাধ্যমে এসোসিয়েশন অনেক কিছু অর্জন করতে পারে। তবে অসুবিধা হল এই যে, নেতৃত্ব যদি যথেষ্ট উদ্যোগি, সৃজনশিল এবং নিরপেক্ষ না হয়, সে ক্ষেত্রে কম্যুনিটির সাধারণ সদস্যরা কর্মকান্ডে অংশগ্রহন থেকে পিছিয়ে যান এবং সংগঠনটি ঝিমিয়ে পড়ে।

তবে এসোসিয়েশনের নেতৃত্ব bottom up approach এর দ্বারাও পরিচালিত হতে পারে। বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের বিগত তিন মাস এই ধরনের নেতৃত্বের একটি উদাহরণ। এই তিন মাসে আমরা দেখেছি যে কমিটির নেতৃবৃন্দ তাদের পদাধিকার বলে আমাদের সামনে তেমন দেখা দেন নাই। এসোসিয়েশনের লক্ষ অর্জনের জন্য এবং এর সংবিধান অনুযায়ী প্রতিশ্রুত কাজকর্ম পরি-চালনা করার উদ্দেশ্যে তারা নেতৃত্ব দিয়েছেন ঠিকই, তবে এই নেতৃত্ব এসেছে যেখানে যতটা প্রয়োজন ঠিক সেভাবে। আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশীদের মাঝে যখনই কেউ উদ্যোগি হয়ে কোন ধারণা বা প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, আমাদের এসোসিয়েশন তখন আমাদেরকে শুধু উৎসাহ টুকু দিয়ে ক্ষান্ত হয় নাই বরং সকল প্রকার সাহায্য দিয়ে আমাদের প্রকল্পকে কৃতকার্জ করার চেষ্টা করেছে।

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ২১শে ফেব্রুয়ারি, স্বাধিনতা দিবস, নববর্ষ বরণ এবং রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তীর মত সুন্দর ও অর্থবোধক অনুষ্ঠানগুলো। তবে আমি মনে করি না যে এটি হঠাৎ করে দেখা দেয়া উৎসব পালনের একটি ফুলঝড়ি। বরং আমার কাছে এই উৎসাহ উদ্দীপনা একটি নতুন গতিধারার সূচনা বলে মনে হয়। কেননা ডারউইনের বাংলাদেশীরা এখন মনে করে যে তাদের মাঝে অনেকেই শিল্পে কাব্যে অনেক গুণাবলীর অধিকারী এবং আমাদের এসোসিয়েশন ঐ সকল গুণের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ ছাড়াও, ব্যক্তি পর্যায়েও একে অপরকে উৎসাহ দেয়ার মাধ্যমে ঐ শৈল্পিক গুনাবলীকে বিকশিত করার ব্যাপারে কেউ পিছিয়ে নেই। তাই যারা আগে কোনদিন দর্শকদের সামনে গান, কবিতা, ইত্যাদি পরিবেশন করেন নাই, তারাও আজ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে আসছেন অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহনের জন্য। শুধু শিল্প চর্চা নয়, অনুষ্ঠানগুলোর নেপথ্যের সকল কাজ, খাবার তৈরি ও বিতরন, চাঁদা তোলা ইত্যাদি থেকে শুরু করে এসোসিয়েশনের জন্য সরকারি-বেসরকারি খাত থেকে তহবিল সংগ্রহের জন্য আবেদনপত্র জমা দেয়ার কাজেও কমিটির বাইরের অনেকে অব-দান রাখছেন। কারো কারো মতে এটি এক অভূতপূর্ব পরিবেশ।

এর সবই সম্ভব হয়েছে আমাদের এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দের দূরদর্শীতার জন্য। আজ এসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং নতুন কমিটির কাছে অনেকের অনেক প্রত্যাশা। তবে ভবিষ্যতে এসোসিয়েশন কেমন চলবে, এর কর্মকান্ডে কম্যুনিটির সদস্যরা কতটা আনন্দ পাবে সেটা নির্ভর করছে কয়েকটি সহজ নিয়মের উপর। প্রথমতঃ এসোসিয়েশনের সকল কাজকর্মে কম্যুনিটির সকলকে স্বাগত জানাতে হবে এবং তাদের অবদানের জন্য তাদেরকে অনুরুপ মর্যাদা দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ কম্যুনিটির অনুষ্ঠানগুলো যেন মূলত ডারউইনবাসী বাংলাদেশীদের মাধ্যমেই পরিবেশিত হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে, অতিথী শিল্পীরা অংশগ্রহন করলেও সেই অনুষ্ঠানগুলো যেন স্থানীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে না ফেলে। তৃতীয়তঃ এসোসিয়েশনের এবং কম্যুনিটির সকল সদস্যদের সাথে সকল বিষয় এবং সকল পর্যায়ে তথ্য ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা, যেন এসোসিয়েশনের কর্ম-কান্ডের ব্যাপারে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সদস্যরা সব সময় অবগত থাকতে পারেন।

আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ডারউইন স্থানীয় বাংলাদেশীদের এই আশা পূরন করতে সক্ষম হবে।

...সচিত্র প্রতিবেদন

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন এর পর আয়োজন করে বাংলাদেশ হাইকমিশনার জনাব লেঃ জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী এর স্বাগত অনুষ্ঠানের। ৬ই মার্চের এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মিসেস

মনোয়ারা বেগম (ইডেন কলেজের অধ্যাপিকা) এবং ডারউইনবাসী জনাব নুরুল হক, OAM। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাংলাদেশীরা হাইকমিশনার সাহেবকে জাবতীয় বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং তিনি তার উত্তর প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের শেষে কম্যুনিটি ডিনারের আয়োজন করা হয়।

এবারই প্রথমবারের মত ডারউইনে উদযাপীত হয় স্বাধীনতা দিবস। বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ডারউইনবাসী বাংলাদেশীরা ঐ দিবস পালনের জন্য একটি গীতি আলেখ্য তৈরী করে। ঐ গীতি আলেখ্য পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন ডারউইনবাসী জাবেদ খান এবং সর্ব বিষয়ে সহায়তা প্রদান করেন বাংলাদেশী কম্যুনিটির অনেকে। এক মাস ব্যাপী প্রস্তুতি পর্বে ১২টি রিহার্সাল অনুষ্ঠিত হয় এবং এর জন্য স্থানীয় বাংলাদেশীরা তাদের বাসায়ে ব্যবস্থা করে দেন সকল অনুশীলনের। প্রতিটি রিহার্সাল হয়ে উঠে আনন্দমূখর একটি সন্ধ্যা।

প্রায় ৯০ মিনিটের এই গীতি আলেখ্যটি ছিল মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা উত্তোর বাংলাদেশের ইতিহাসের রুপরেখা। ইতিহাসের এই চিত্রটি তুলে ধরা হয় ঘটনাসমূহের ধারা বর্ণনা, গান ও কবিতার মাধ্যমে। এর মধ্যে ছিল ২৩টি একক ও দলিয় সঙ্গীত এবং ৪টি কবিতা আবৃত্তি। বাংলাদেশ কম্যুনিটির সোফিয়া আলম (কুমকুম) এই অনুষ্ঠানে গান ছাড়াও নেপথ্য সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সৌন্দর্য্য বর্ধন কারেন। এই অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবেশনা ছিল শীহাব রহমানের নিজের লেখা ও সূর দেয়া একটি গান।

ডারউইনে প্রথমবারের মত আরো উদযাপীত হল বাংলা নববর্ষ ১৪১৬সাল। বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও পরিচালনায়ে ছিলেন নাজমা রহমান (নীরু), বাপ্পী চৌধুরী (নার্গীস) এবং নূরুন সালমা (প্রিটী)।

সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানে ছিল গান, কবিতা, পূঁথী পাঠ, আন্তাক্সরী প্রতিযোগীতা, কৌতুক, ছোটদের খেলা ও অঙ্কন প্রতিযোগীতা, মহিলাদের পি'লো পাসিং খেলা, পূরুষদের জন্য উপস্থিত বক্তব্য ও অভিনয় এবং ক্রিকেট প্রতিযোগীতা। তবে, অনুষ্ঠানের একটি মূল আকর্ষণ ছিল পান্তা-ইলিশ সহ সূস্বাদু খাবারের আয়োজন।

উপস্থিত বাংলাদেশী কম্যুনিটির সকলে দিনটি আনন্দের মধ্য দিয়ে অতি-বাহিত করেন এবং অনেক দিন পর তাঁরা বাংলাদেশে পালীত নববর্ষের স্মৃতীর স্পর্শ খুজে পান।

এই তিন মাসের মধ্যেই এ সোসিয়েশন আরো একটি উদ্যোগ গ্রহন করেছে তা হল অদূর ভবিষ্যতে রবীন্দ্র ও নজরুল জয়োন্তী পালন। এ বারে অগ্রনী ভুমিকায়ে রয়েছেন সোফিয়া আলম (কুমকুম) ও নাসরীন গনি, যারা ডারউইনের বাংলাদেশী কম্যুনিটির সকলের কাছে সঙ্গীত চর্চার জন্য অতি প্রিয়। আশা করা হচ্ছে এবারও অনুষ্ঠানটি সবাইকে মূগ্ধ করতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ডারউইন এভাবে উদ্যোগ গ্রহনের মাধ্যমে ডারউইনের বাংলাদেশী কম্যুনিটির সামাজিক জীবনে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। এই স্মরণীকা প্রকাশনাটি এমনই আর একটি প্রয়াস। এই স্মরণীকায় লেখা প্রদানের জন্য সকলকে আহ্বান করা হয়েছিল এবং কিছু লেখা দিয়ে এই সংকলনটি প্রকাশিত হল। ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধ প্রকাশনা বের করা হবে।

অবশেষে, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ডারউইনের নবনির্বাচিত কমিটির সকল সদস্যদের জন্য তিন মাস ব্যাপী অন্তঃবর্তী কমিটির সকলের পক্ষথেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

টুকি টাকি

মোহিব ভাই, আমাদের অর্থমন্ত্রী থুক্কু কোষাধ্যক্ষ, মাস খানেক আগে হঠাৎ করে বললেন, ইন্টারিম কমিটির পক্ষথেকে একটা স্মরণীকা প্রকাশ হওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে একটি ভাল প্রস্তাব। সমস্যা অন্য জায়গায় - প্রেসিডেন্টকে নাকি একটা কিছু লিখতেই হবে। এই মেরেছে! কী মুসকিল বলুন দেখি? কি বিষয় নিয়ে লিখব, কেমন করে লিখব? এর আগে দেয়ালিকা বা স্মরণিকা বা অন্য কোন এ ধরনের মাধ্যমে কখনও লিখিনি। কখনও লিখতে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। আবার অংশগ্রহণের লোভও সামলাতে পারছি না।

যাই হোক, অনেক ভেবে-চিন্‌তে ঠিক করলাম যে, আশেপাশের মজাদার ঘটনাগুলো এখানে তুলে ধরা যাক। অষ্ট্রেলিয়ার নরদার্ন টেরিটরির ডারউইন শহরের বাংলাদেশীদের যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে ভয়ের কিছু নেই। ভুল হলে তারা ক্ষমা করে থাকেন। 'আমাদের স্বাধীণতা' অনুষ্ঠান করতে যেয়ে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। রেকর্ড করা গান শুনেছি আর কথাগুলো লিখেছি। বানানের যাচ্ছে-তাই অবস্থা! আমার বাংলাভাষার এই হাল, ইংরেজীর দৌড়ও লিটল, হিন্দী আর উর্দুর অবস্থা 'কুছ্ কুছ্ আতা হ্যায়'। এমতাবস্থায় আমার প্রজাতি নিয়ে প্রশ্ন উঠাটাই স্বাভাবিক। তারপরও তারা আমাকে কিছু না বলে বানান শুদ্ধ করে নিয়েছেন। এরা ক্ষমা করেন সত্য কিন্তু, মজা করতে ছাড়েন না বা ভুল করেন না!সেই মজাদার নির্দোষ আনন্দের ঘটনাগুলো এখানে উল্লেখ করতে যাচ্ছি। এ শুধুই নিছক আনন্দের চেষ্টা। কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নয়।

ঘটনা ১- মজা ও আপসেট

মজা/তামাশা করার দৌড়ে সবচাইতে এগিয়ে আছেন আমদের প্রিটি ভাবী, কারো প্রিটি আপা এবং পিটুমনি বলতে ছোটরা অজ্ঞান। আসল পরিচয় হলো আমাদের লোকাল হিরো সদরউদ্দিন ভাইয়ের হিরোইন। যেমন তার নাম, তেমনি তার গড়ণ, চলন এবং বলন। রিহার্সেলে তিনি পানের বাটা এবং কুশি-কাটা সঙ্গে নিয়ে আসতেন। গান গাইছেন মুখে পান নিয়ে আর হাতে বাজাচ্ছেন তবলার পরিবর্তে শব্দহীন কুশি-কাটা। প্রায়শঃই শব্দ ভুল করছেন নয়তো সুর আগে পিছে করছেন আর সব্বাই হেসে কুটপাট। রিহার্সেল আর হয়ে উঠে না। এক শুক্রবার রাতে প্রিটি ভাবীর বাসায় রিহার্সেল। এলাহি কান্ড! বিয়ে বাড়ীর আমেজ। সাত্তার ভাই, ড্যানী আপা রিহার্সেলে প্রথম এলেন। প্রিটি ভাবীর মজার কাচ্চি বিরিয়ানি খেয়ে সবার পেট ফুলে ঢোল। নানারকম হাসি তামাশা নিয়ে সকলের ফুরফুরে মেজাজ। প্রিটি ভাবী অসম্ভব মজার সব তামাশা ঘটিয়ে চলেছেন। তার সাথে যোগদিলেন রসিক সাত্তার ভাই। অনুষ্ঠান পরিচালক জাবেদ ভাই রিহার্সেলের নিয়ন্ত্রণ করতে যেয়ে উনার গলা বসে গেল। অবশেষে ড্যানী আপা এগিয়ে এলেন। বললেন, 'এদুটোকে (সাত্তার ভাই ও প্রিটি ভাবী) বের করে দিলে রিহার্সেল ঠিকমত করা যাবে।'

পরের দিন নিরু আপার বাসায় রিহার্সেল। মুখরোচক সব খাবারের যোগান ছিল। কিন্তু পরিবেশ ছিল খুবই শান্ত কারণ, কোন কারণে প্রিটি ভাবীর মন খারাপ। রিহার্সেল বেস ভাল ভাবে সম্পন্ন হলো। এর পরদিন মালিহা ভাবীর বাসায় রিহার্সেল। প্রিটি ভাবী বড় এক চকলেট কেক বানিয়ে নিয়ে এলেন। বুঝতেই পারছেন রিহার্সেলের অবস্থা তথইবচ। শেষ পর্যায়ে আমার উপর দায়িত্ব পরলো একটা গান শুরু করার জন্য যার রিহার্সেল আগে হয়নি। এদিকে প্রিটি ভাবীর কথার তোড়ে গান আরাম্ভ করবার কোন যো ছিল না। হঠাৎ করে মগজে দুষ্টামি বুদ্ধি এলো। আমি জোরে চেচিয়ে বললাম,' কে আছেন আমাকে সাহায্য করার?' সবাই আমার দিকে তাকালেন নীরব জিজ্ঞাসায়। কিছুক্ষণ পর সকলেই জানতে চাইলেন,'কি করতে হবে?' আমি বললাম,'একটু-হ্ আপসেট করতে হবে প্রিটি ভাবীকে।'

ঘটনা ২- শুশ

রিহার্সেলের জন্য কোন এক বাসায় আমরা একত্রিত হয়েছি। সব্বাই খুব করে গল্প করছি। জাবেদ ভাই রিহার্সেল শুরু করার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোন ফল হলো না। আমি একটু গলা চড়িয়ে সবাইকে থামতে বললাম। ব্যা-স, শুরু হয়ে গেল প্রতিযোগিতা। এই সবাই চুপ, আবার কথা, আরে থাম্ না, আমি তো চুপ করেই আছি, তো কে কথা বললো? আহ্হা- থামতো, আমিই শুধু চুপ আর সবাই কথা বলছে, এবার থামতো বাপ, এ-ই শু-উ-উ-শ, শুশ শুশ, শুশ, ...

ঘটনা ৩- স্কেল ও দ্বিগুণ সময়

রিহার্সেলের গতি বে-শ ভাল। অনুষ্ঠান পরিচালক জাবেদ ভাই রেকর্ড বাজিয়ে আমাদের সবার সুর, তাল, লয় ঠিক করে দিচ্ছিলেন। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছিল স্কেল অর্থাৎ উদারা, মুদারা ও তারা নিয়ে। প্রায়শঃই এমনটা হয়েছে যে, গান কিছুদুর গাওয়ার পর জাবেদ ভাই আমাদের থামিয়ে দিয়ে বলছেন, 'স্কেল ঠিক হয়নি। আরেকটু চড়ায় ধরতে হবে।' এভাবেই চলছিল। বলে রাখা দরকার যে, আনুষ্ঠানের ব্যাপ্তি ৯০ মিনিটের মধ্যে রাখার সীদ্ধান্ত হয়ে ছিল এবং সে অনুযায়ী গান বা গানের অংশবিশেষ, ধারা বর্ণনা, কবিতা নির্ধারণ করা হয়েছিল। ডাঃ শাহিন ভাই, কুমকুম ভাবী রিহার্সেলে

...টুকি টাকি

প্রথম এলেন নীরু আপার বাসায়। কুমকুম ভাবী হারমোনিয়ামে সুর ও স্কেল ঠিক করে নিচ্ছিলেন। প্রায় প্রতিটি গানই অন্ততঃ দ্বিতীয়বার গাইতে হচ্ছিল। আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, 'দেড় ঘন্টায় অনুষ্ঠান নামানো যাবে না। আমাদের আড়াই ঘন্টা সময় লাগবে।' সবার চোখে বিশাল প্রশ্নবোদক চাহনি। অবশেষে কুমকুম ভাবী নিরবতার আবসান ঘটালেন, 'কেন? আমি যে শুনলাম আপনারা দেড় ঘন্টার অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।?' আমি বললাম, 'ইচ্ছেটা সেরকমই। কিন্তু, প্রতিটি গান ২ বার করে গাইতে হচ্ছে তো, তা-ই দ্বিগুণ সময় লাগবে।' (দয়া করে একটু হাসুন)

ঘটনা ৪- জীবনের বন্ধু

'আমাদের স্বাধীনতা' অনুষ্ঠানের বেশ কিছু গান ছোটদের মনে ভীষণ প্রভাব ফেলেছিল। যেমন, 'জয় বাংলা বাংলার জয়', পূর্ব দিগন্তে সূর্য্য উঠেছে রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল', প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ' ইত্যাদি। নার্গিস আপার বাসায় 'বর্ষ বরণ' অনুষ্ঠানের ১ম রিহার্সেলে মালিহা ভাবী ঘটনাটি আমাদেরকে বলেছিলেন। ঘটনা জায়রা আর রাইয়ানকে নিয়ে। দুজনার বয়স ৩ থেকে ৪ বছরের মধ্যে। দুজনেই খেলায় মসগুল। হঠাৎ করে মালিহা ভাবী (রাইয়ানের মা) শুনতে পেলেন যে রাইয়ান জায়রাকে বলছে,'তুমি আমার সারা জীবনের বন্ধু।' উনি অবাক হয়ে রাইয়ানকে জিজ্ঞাস করলেন, 'এই এদিকে আয়। তুই জীবনের কি বুঝিস? জীবন মানে কি?' রাইয়ানের সাবলীল উত্তর, 'জীবন মানে- জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ।'

ঘটনা ৫- বাদ দিওনা

বিভিন্ন কর্মকান্ডে ঠাঁসা ৭ ঘন্টা ব্যাপি দূর্দান্ত অনুষ্ঠান 'বর্ষ বরণ'। আমি মনে করি, 'বর্ষ বরণ' এর ৩ সফল আয়োজক (নার্গিস আপা, নীরু আপা ও প্রিটি ভাবী) আমাদেরকে একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর তা হলো, বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান 'বর্ষ বরণ' এর সাথেই হওয়া উচিত। সে যাক্তে, এ বিষয়টি ভবিষ্যৎ কমিটির বিষয়। আমি যেটা বলবো বলে পাঁয়তাড়া কারছি, তা হলো- 'বর্ষ বরণ'এর শেষ অংশে ত্রিকেট খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা কয়েক-জনা। ফাহাদ আর দৃষ্টি দু'দলের ক্যাপ্টেন। ওরা পর্যায়ক্রমে তাদের পছন্দ মত আমাদের নাম ডেকে দল গঠন করবে। জাবেদ ভাই বললেন, 'আমি তো খুব ভাল খেলি না, আমাকে পরেরদিকে ডেকো।' আমিও ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। একে একে সবার ডাক পড়লো কিন্তু, এই দুই দুদভাত খেলোয়ারের ডাক আর পড়ে না। অবশেষে জাবেদ ভাই বলেই ফেললেন, ' আমাদেরকে পরে ডাকতে বলেছি, বাদ দিতে তো বলিনি।'

ঘটনা-৬ নসিয়্যৎ এবং খাসিয়্যৎ

১লা মে, ২০০৯। রতন ভাইয়ের মেয়ে পাপড়ির বিয়ের অনুষ্ঠান। বর ও বধু'র সাজ হয়েছে অসাধারণ। সব্বাই খুব ঝিলমিল করছিল, বিশেষ করে মেয়েরা। আমরা ছেলেরা যখন সাজুগুজু নিয়ে মেয়েদেরকে খুব পাম্প দিচ্ছিলাম, থুক্কু, আস্তাগফেরুল্লাহ, পাম্প দেওয়া নয় প্রশংসা

করছিলাম, তখন আমাদের সবচায়ইতে প্রবিন শ্রদ্ধাভাজন নূরুল হক চাচা 'স্বামী-স্ত্রী'র পারস্পারিক কর্তব্য' এর উপর বক্তব্য সমাপ্ত করে মঞ্চ থেকে নেমে আসছিলেন। ঠিক তখনি মোস্তফা ভাইকে ঠেসে ধরা হলো, কেন তিনি পপি আপার পচ্ছন্দের পাঞ্জাবী পরিধান করলেন না যেখানে পপি আপা উনার পচ্ছন্দের গোলাপী শাড়ীটি পরেছেন। তাছাড়া উনি সব সময় বলে থাকেন,'বউ যা বলে, তাই কর।' অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরে মোস্তফা ভাই এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। উনার বড় ভাই নূরুল হক চাচাকে দেখতে পেলেন (ভাই চাচা'র ধাধা, ডারউইন বাসির জানা) এবং ওঁকে দেখিয়ে বলে উঠলেন, 'ভাই যে স্বামী-স্ত্রী'র পারস্পারিক কর্তব্য এর উপর এত সুন্দর বক্তব্য দিলেন, তোমরা তাকে জিজ্ঞাস করে দেখ, উনি ভাবীর কয়টা কথা শুনেন বা রাখেন।' হক চাচাও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি হিন্দী/উর্দু ভাষায় জবাব দিলেন,'মেরে নসিয়্যৎ সুনো, মেরা খাসিয়্যৎ মাৎ দেখো।'

এমনই আরো কত মজার সব ঘটনা। সব লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। জাহাঙ্গীর ভাইয়ের স্বতঃস্ফুর্ত অভিনয়, প্রিটি ভাবীর অঙ্কন প্রতিভা, নীরু আপার সাবলীল উপস্থাপনা, তাহমিনা ভাবীর আবৃত্তি, শীহাবের স্বরচিত ও স্বসুরারোপিত গান যেমন আমাদেরকে মুগ্ধ করে, তেমনি নানা রকম কৌতুকে মেতে উঠি গোপি গাইন আর বঘা বাইনের সাথে। যদিও এদের নামটা আমার বউয়ের দেয়া। লুসি আপা, রুমা ভাবী, মালিহা ভাবী, মৌরী ভাবী, এদের পঠন শুনে মনে হয়েছে যে উনারা উপস্থাপনায় নীরু আপার সঙ্গি হতে পারেন। 'শত শত চোখ আকাশটা দেখে' গানটি নার্গিস আপা অসাধারণ গেয়েছেন। ব্যতিক্রমী আমেজের গায়ক পাশা ভাই, জাবেদ ভাই, ও মোহিব ভাই ক্রমেই শ্রোতাদের প্রিয় হয়ে উঠছেন। কারিগরী কৌশলে সদরউদ্দিন ভাই ও ইমরান ভাই খুবই দক্ষ্য। কুমকুম ভাবীর বাসায় সভার এক ফাকে জিল্লুর ভাইয়ের গাওয়া অনুপ্রেরণামূলক গানটি সময়োচিত। গায়ক-গায়িকা এবং শিল্পীদের সংখ্যা প্রতি অনুষ্ঠানে বৃদ্ধি পাচ্ছে বা সমৃদ্ধ হচ্ছে। এরই মধ্যে কুমকুম ভাবী ও নাসরীন আপার আহ্বানে সবাই আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী উৎসবে। আমরা এখানে সংখ্যায় নগন্য, কিন্তু প্রতিভায়- অনন্য। আমরা এদেরকে ভবিষ্যতে কতটা লালন করতে পারি, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

...টুকি টাকি

অস্থায়ী কমিটির উপর যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছিল, আমরা তা সম্পন্ন করার জন্য সচেষ্ট ছিলাম। নীরু আপা, হাসান ভাই, মোহিব ভাই এবং জহির ভাই প্রত্যেকে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন। যে কাজটুকু বাকি, তার সঙ্গত কারণ রয়েছে। গত ৩ মাসে আমাদের কর্মকান্ড সমালোচনার উর্ধ্বে নয় এটা আমরা জানি। আমাদের প্রতিটি কাজে ও কর্মে ডারউইন শহরের বাংলাদেশী জনগণ আমাদেরকে সাহায্য করেছেন । আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ও তাদের নিয়ে গর্বিত। সদরুদ্দিন ভাই এর প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা। তিনি শুরু থেকেই আমাদেরকে নানা বিষয়ে সাহায্য করেছেন। কমিটি গঠনের দু'দিন পর অর্থাৎ ১৭ই ফেব্রুয়ারী, আমাকে দুরালাপনীতে বললেন, 'যেমন করেই হোক ২১শে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান করতে হবে।' সেইযে জেগে উঠালাম, আর ঘুমাতেই পারলাম না। মহান স্রষ্টা তাকে আরো অধিক সন্মানিত করুন, এই প্রার্থনা আমার। যে সাফল্যটুকু এসেছে, এর কৃতিত্ব এ শহরের বাংলাদেশী জনগণের। আর যা কিছু তিক্ত, ব্যর্থতা, গ্লানিময়, তার ভার আমার। আমি এ দায় মাথা পেতে নিচ্ছি এবং এর জন্য ও আমার ব্যক্তিগত ভুল-ত্রুটির জন্য আমি সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ক্ষমা চাচ্ছি শ্রদ্ধেয় আমিন ভাইয়ের কাছে। কারণ আমি তাঁর নির্দেশ কতটুকু পালন করতে পেরেছি তা আমার জানা নেই। ২১শে ফেব্রুয়ারী'র অনুষ্ঠানে তিনি আমাদের সকলের উপস্থিতিতে আমাকে লক্ষ করে বলেছিলেন, 'ডারউইনে আমরা বাংলাদেশীরা একটা বড় পরিবারের মত। এই পারিবারিক সম্পর্ক যেন অটুট থাকে।' এই নির্দেশ নব্য গঠিত কমিটির নিকট হস্তান্তর করলাম। নতুন ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। সকলের কাছে দোয়ার দরখাস্ত রাখছি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

অনেক কষ্ট আর চেষ্টার ফল হলো এই মহা কাব্য!?!?

লিলে লাও, লা লিলে লা লাও !

ধন্যবাদসহ,
মোজাফ্ফর হোসেন সরকার

Bangladesh Association of Darwin, Inc

PO Box 1726
Palmerston, NT 0830

E-mail: bangla-desh.association.darwin@gmail.com

শিহাব রহমানের স্বরচিত গান

(এই গান টি ১৪ বছরের শিহাব সাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে। গানটি তার নিজেরই লেখা ও সুর দেয়া। স্বাধীনতা যুদ্ধে তার দাদা এবং এক চাচা শহীদ হন, তাদের আত্মদানের প্রেরনাতেই লিখা শিহাবের এই গানটি)

তোমরা সবাই আছ
আমাদের মাঝে
থাকবে চিরদিন
সবার হৃদয় জুড়ে॥

মাকে ভালবেসে
দিয়েছ প্রাণ
জীবন দিয়ে করেছ
আমাদের স্থান।

ভালবাসি ভালবাসি
ভালবাসব চিরকাল
দিব মোরা, দিব মোরা
তোমাদের সম্মান॥

নতুন সুর্য্য দেখেছি আমরা
তোমাদের অবদান
লাল সবুজ যে পতাকা
সেইতো চির অম্লান॥

পাশা ভাইয়ের কৌতুক

যাত্রীঃ ভাড়া কত?
রিক্সাওয়ালাঃ ২০ টাকা
যাত্রীঃ ১৫ টাকা
রিক্সাওয়ালাঃ না সার, ২০ টাকা
যাত্রীঃ একটা থাপ্পড় দিয়া ৬৪ টা দাঁত ফেলে দিব
তৃতীয় ব্যক্তিঃ Objection (থামেন), দাঁত আছে ৩২ টা, আপনি ৬৪ টা দাঁত কিভাবে ফেলবেন?
যাত্রীঃ আপনার টা সহই বলেছি। আপনি এখানে interfere করতে যে আসবেন সেটা তো আমি আগেই জানি।